১০ আগস্ট (প্রথম আলো সাংবাদিক) রাসেল মাহমুদ সাহেব আমাদের স্যারকে (রাশীদুল বারীকে) জানালেন যে প্রথম আলো ২০১৮ সালের ১৮ ই মে, সুবর্ণের উপর একটি রিপোর্ট প্রকাশিত করেছে।শিরোনাম: এ সময়ের আইনস্টাইন: বাংলাদেশী শিশুকে হার্ভার্ডের স্বীকৃতি!

On August 10th, 2018, Rashel Mahmud (of Prothom Alo) informed Rashidul Bari that the Prothom Alo published a report on Soborno Isaac some 3 months ago, i.e., 18th May, 2018

--Press Secretary, Bari Science Lab

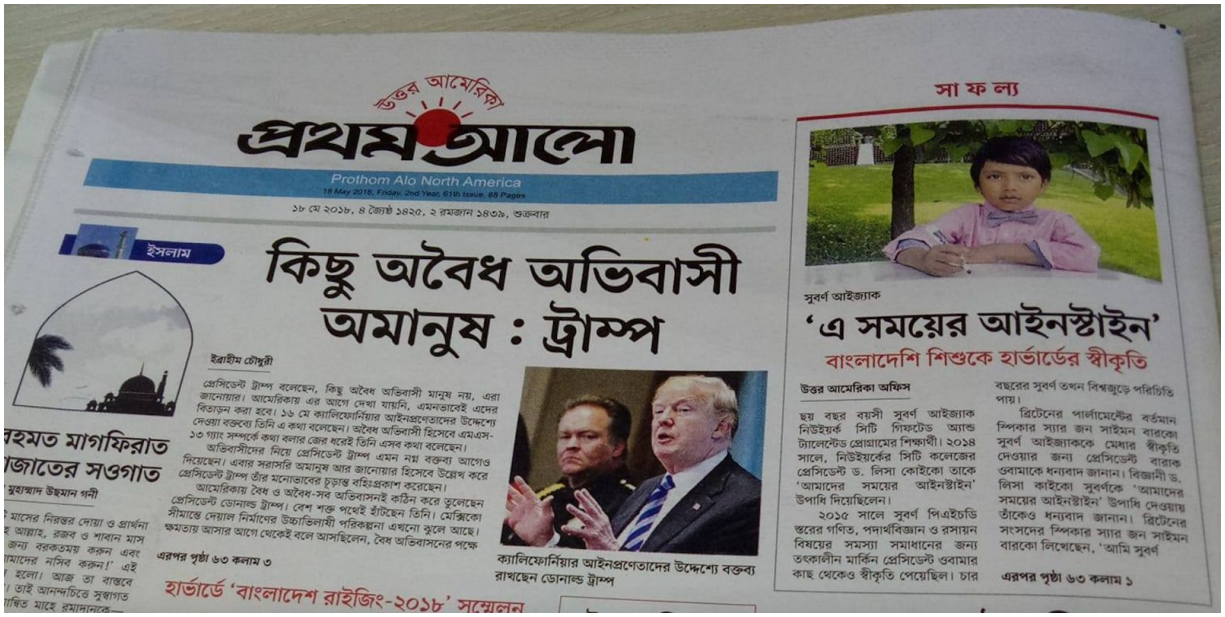

উত্তর আমেরিকা

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

১৮ মে ২০১৮, ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫, ২ রমজান ১৪৩৯, শুক্রবার

ইসলাম

## কিছু অবৈধ অভিবাসী অমানুষ : ট্রাম্প

ইব্রাহিম চৌধুরী

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছেন, কিছু অবৈধ অভিবাসী মানুষ নয়, এরা জানোয়ার। আমেরিকায় এর আগে দেখা যায়নি, এমনভাবেই এদের বিতাড়ন করা হবে। ১৬ মে ক্যালিফোর্নিয়ার আইনপ্রণেতাদের উদ্দেশ্যে দেওয়া বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেছেন। অবৈধ অভিবাসী হিসেবে এমএস-১৩ গ্যাং সম্পর্কে কথা বলার জের ধরেই তিনি এসব কথা বলেছেন। অভিবাসীদের নিয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এমন নগ্ন বক্তব্য আগেও দিয়েছেন। এবার সরাসরি অমানুষ আর জানোয়ার হিসেবে উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাঁর মনোভাবের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ করেছেন। আমেরিকায় বৈধ ও অবৈধ-সব অভিবাসনই কঠিন করে তুলেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বেশ শক্ত পথেই হাঁটছেন তিনি। মেক্সিকো সীমান্তে দেয়াল নির্মাণের উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা এখনো ঝুলে আছে। ক্ষমতায় আসার আগে থেকেই বলে আসছিলেন, বৈধ অভিবাসনের পক্ষে

এরপর পৃষ্ঠা ৬৩ কলাম ৩

হার্ভার্ডে 'বাংলাদেশ রাইজিং-২০১৮' সম্মেলন



ক্যালিফোর্নিয়ার আইনপ্রণেতাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প

সা ফ ল্য



সুবর্ণ আইজ্যাক

## 'এ সময়ের আইনস্টাইন'

### বাংলাদেশি শিশুকে হার্ভার্ডের স্বীকৃতি

উত্তর আমেরিকা অফিস

ছয় বছর বয়সী সুবর্ণ আইজ্যাক নিউইয়র্ক সিটি গিফটেড অ্যান্ড ট্যালেন্টেড প্রোগ্রামের শিক্ষার্থী। ২০১৪ সালে, নিউইয়র্কের সিটি কলেজের প্রেসিডেন্ট ড. লিসা কোইকো তাকে 'আমাদের সময়ের আইনস্টাইন' উপাধি দিয়েছিলেন।

২০১৫ সালে সুবর্ণ পিএইচডি স্তরের গণিত, পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন বিষয়ের সমস্যা সমাধানের জন্য তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামার কাছ থেকেও স্বীকৃতি পেয়েছিল। চার বছরের সুবর্ণ তখন বিশ্বজুড়ে পরিচিতি পায়।

ব্রিটেনের পার্লামেন্টের বর্তমান স্পিকার স্যার জন সাইমন বারকো সুবর্ণ আইজ্যাককে মেধার স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাকে ধন্যবাদ জানান। বিজ্ঞানী ড. লিসা কাইকো সুবর্ণকে 'আমাদের সময়ের আইনস্টাইন' উপাধি দেওয়ায় তাঁকেও ধন্যবাদ জানান। ব্রিটেনের সংসদের স্পিকার স্যার জন সাইমন বারকো লিখেছেন, 'আমি সুবর্ণ

এরপর পৃষ্ঠা ৬৩ কলাম ১

সা ফ ল্য

সুবর্ণ আইজ্যাক

'এ সময়ের আইনস্টাইন'

বাংলাদেশি শিশুকে হার্ভার্ডের স্বীকৃতি

উত্তর আমেরিকা অফিস

ছয় বছর বয়সী সুবর্ণ আইজ্যাক নিউইয়র্ক সিটি গিফটেড অ্যান্ড ট্যালেন্টেড প্রোগ্রামের শিক্ষার্থী। ২০১৪ সালে, নিউইয়র্কের সিটি কলেজের প্রেসিডেন্ট ড. লিসা কোইকো তাকে 'আমাদের সময়ের আইনস্টাইন' উপাধি দিয়েছিলেন।

২০১৫ সালে সুবর্ণ পিএইচডি স্তরের গণিত, পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন বিষয়ের সমস্যা সমাধানের জন্য তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামার কাছ থেকেও স্বীকৃতি পেয়েছিল। চার বছরের সুবর্ণ তখন বিশ্বজুড়ে পরিচিতি পায়।

ব্রিটেনের পার্লামেন্টের বর্তমান স্পিকার স্যার জন সাইমন বারকো সুবর্ণ আইজ্যাককে মেধার স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাকে ধন্যবাদ জানান। বিজ্ঞানী ড. লিসা কাইকো সুবর্ণকে 'আমাদের সময়ের আইনস্টাইন' উপাধি দেওয়ায় তাঁকেও ধন্যবাদ জানান। ব্রিটেনের সংসদের স্পিকার স্যার জন সাইমন বারকো লিখেছেন, 'আমি সুবর্ণ

এরপর পৃষ্ঠা ৬৩ কলাম ১

ইবনে মালেক

# ‘এ সময়ের আইনস্টাইন’

শেষ পৃষ্ঠার পর

আইজাককে তার অসাধারণ একাডেমিক কৃতিত্বের জন্য অভিনন্দন জানাই।’

চলতি বছরের ২ মে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ড. ডিল গিলপিন ফাউস্টের কাছ থেকে আরেকটি স্বীকৃতি পেয়েছে সুবর্ণ আইজ্যাক। অনেকেই এটি নোবেল পুরস্কারের সঙ্গে তুলনা করেন। কারণ এই প্রথমবারের মতো বিশ্বের অন্যতম সেরা এই বিশ্ববিদ্যালয় ছয় বছর বয়সী একজন শিক্ষার্থীকে সম্মাননা প্রদান করেছে।

সুবর্ণ যখন মাত্র দেড় বছর বয়সী তখনই রসায়নের পিরিয়ডিক টেবিল মুখস্থ করে ফেলেছে। তার বয়স যখন তিন বছর, তখনই সে লেবুর সাহায্যে ব্যাটারি পরীক্ষা করে। সাড়ে তিন বছর বয়সে বিখ্যাত একটি কলেজের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাতের আমন্ত্রণ পায়। এরই মধ্যে তার সঙ্গে কথা বলেছে ভয়েস অব আমেরিকাসহ বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় কয়েকটি গণমাধ্যম।

তিন বছর আগে সুবর্ণ নিউ ইয়র্কের একটি হাসপাতালের বিছানায় জ্বরে কাতরাচ্ছিল। তার বাবা রাশীদুল বারী বলেন, ‘আই লাভ ইউ মোর দ্যান অ্যানিথিং ইন দ্য ইউনিভার্স। সুবর্ণ তখন পাল্টা প্রশ্ন করে, ইউনিভার্স অর মাল্টিভার্স?’ এ কথা শুনে তিনি চমকে যান। তখনো তিনি জানতেন না সুবর্ণ তিন বছর বয়সে অঙ্ক, পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নে দক্ষতা দেখিয়ে সারা পৃথিবীকে নাড়িয়ে দেবে।

বর্তমানে সুবর্ণ যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে হইচই ফেলে দিয়েছে। সুবর্ণ এখনো স্কুলে যাওয়া শুরু করেনি। কিন্তু এরই মধ্যে জ্যামিতি, বীজগণিতসহ রসায়নের জটিল বিষয়ের সহজ সমাধান দিচ্ছে।

মাত্র দেড় বছর বয়সের সময় রাশীদুল বারী ছেলেকে রসায়নের পর্যায় সারণির গল্প শুনিয়েছেন। তিনি জানান, একদিন ওর মা ওকে অঙ্ক শেখাচ্ছিলেন। হঠাৎ সুবর্ণ বলল, ‘ইফ ওয়ান প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু টু, দ্যান টু প্লাস টু ইকুয়াল টু ফোর এবং এন+এন ইকুয়াল টু টুএন, তাই না?’ রাশীদুল বারী তখন পাশের রুমে তাঁর ছাত্রদের পরীক্ষার খাতা দেখছিলেন।

ছেলের এমন প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে রাশীদুল বারী তাকে অ্যাডভান্সড ম্যাথ অ্যান্ড সায়েন্স শেখাতে শুরু করলেন। আর এভাবেই মাত্র দুই বছর বয়সে সে রসায়নের পিরিয়ডিক টেবিল মুখস্থ করে ফেলল। এ অবিশ্বাস্য কথাটি সিটি ইউনিভার্সিটি অব নিউ ইয়র্কের ছাত্র-শিক্ষকদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে।

এই বিস্ময়কর প্রতিভার কথা জানতে পারেন মেডগার এভার্স কলেজের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড পোজম্যান। তিনি সুবর্ণর মেধা যাচাই করতে চান। সুবর্ণ পর্যায় সারণির সব এলিমেন্ট বলে পোজম্যানকে অবাক করে দেয়। সেদিন তিনি এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে এক বছর পর অর্থাৎ গত বছরের ২৫ নভেম্বর আবার তাকে ডেকে পাঠালেন।

এরপর ডাক পড়ে ভয়েস অব আমেরিকার বাংলা বিভাগ থেকে। বাবা বারী তাকে নিয়ে যান ওয়াশিংটন ডিসিতে ভয়েস অব আমেরিকা স্টুডিওতে। সেখানে সাবরিনা চৌধুরী ডোনা তার সাক্ষাৎকার নেন এবং বছরের সেরা কনিষ্ঠ ইন্টারভিউ হিসেবে তাঁরা এটা বাছাই করে ইংরেজি নববর্ষে পুনঃপ্রচার করেছেন।

সুবর্ণর বাবা রাশীদুল বারীর বাড়ি চট্টগ্রামে। তিনি ব্রংকস কমিউনিটি কলেজের গণিতের অধ্যাপক। সুবর্ণর মা শাহেদা বারী ব্রংকস কমিউনিটি কলেজ থেকে অ্যাকাউন্টিংয়ে ডিগ্রি নিয়েছেন। সুবর্ণর একমাত্র বড় ভাই রিফাত আলবার্ট বারীর বয়স ১৫ বছর। তিনি ব্রুকলিন টেকের শিক্ষার্থী। সুবর্ণর জন্ম ২০১২ সালের ৯ এপ্রিল।